International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক

ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

বাংলার লোকায়ত পটশিল্পের অবলুপ্তি কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

হীরা পটুয়া, গবেষক, বাংলা বিভাগ
ভাষাভবন বিশ্বভারতী

একটি জাতির ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সেই জাতির শিল্প সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। শিল্প সংস্কৃতির ভিতর আসলে লুক্কায়িত থাকে একটি জাতির সরব পদধ্বনি। কিন্তু এই বিশ্বায়নের যুগে কমবেশি প্রতিটি জাতিই তার শিল্প সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। আধুনিকতার প্রথাসর্বস্ব নিয়মতন্ত্রের ফাঁস আজ বহু শিল্প মৃত প্রায়। এ বিষয়ে ভাদু, টুসু, ছৌনৃত্য, রায়বেঁশে ইত্যাদির পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পট সঙ্গীত ও পটচিত্রের কথা। পটশিল্পের জনপ্রিয় দুই প্রবাহ তথা পটসঙ্গীত এবং পটচিত্রের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন প্রায়। সভ্যতার করাল গ্রাসের কবলে পড়ে আজ পটশিল্পের বেঁচে থাকা অস্তিত্বটুকুও তার অতীত প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে, বাংলার নিজস্ব লোকায়ত এই শিল্পের অবলুপ্তির কারণ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে পটশিল্পের সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাসকে এক নজরে স্মরণ করে যেতে পারে।

সংস্কৃত 'পট্ট' থেকে পট কথাটির আবির্ভাব। পট শব্দের অর্থ হলো কাপড়। আর এই পটে অঙ্কিত চিত্রই পটচিত্র নামে পরিচিতি। পটচিত্র হল এক খণ্ড কাপড়ের উপর হিন্দু দেবদেবী কিংবা মুসলমান পীর-ফকিরদের বিচিত্র কাহিনী সম্বলিত চিত্র। এই পট চিত্রের আখ্যানকে কেন্দ্র করে গীত সহজ সরল গানই পটুয়া সঙ্গীত নামে অভিহিত। যারা এই ছবি ও গানের স্রষ্টা তারা পটুয়া নামে পরিচিত। পটুয়ারা পৌরাণিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন ধরনের পট তৈরি করেন এবং সে সব পটের বিষয় অনুয়ায়ী গান রচনা করেন। এই সমস্ত গানগুলি তারা গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে পট প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। নারী-পুরুষ উভয়কেই এই শিল্পে নিয়োজিত হতে দেখা যায়। সুপ্রাচীন পটশিল্পের ইতিহাস প্রসঙ্গে জানা যায়, আনুমানিক সপ্তম ও অষ্টম শতকে প্রথম পট চিত্র তৈরি হয়। সপ্তম শতকে রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিতে যমপটের উল্লেখ রয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ইত্যাদি গ্রন্থে পটশিল্পের উল্লেখ আছে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ভাষা ও সংস্কৃতির সূত্র ধরে পটের গানের ভাষা এবং বিষয় উভয়েরই

পরিবর্তন ঘটে। রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক বিভিন্ন লীলা, নিমাইয়ের জীবনপর্বের নানান কাহিনী ইত্যাদি হয়ে ওঠে পট শিল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। আরো পরবর্তীতে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণকে কেন্দ্র করে সেখানে স্থান লাভ করে গাজীপীরের কাহিনী, সত্যপীরের কথা ইত্যাদি।

সময়ের পরিবর্তনে শিল্পের বিষয় এবং তত্ত্বগত বিবর্তন স্বাভাবিক বলেই বিবেচিত হয়। যেমনটি পটশিল্পের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই বিবর্তন একদিকে যেমন একপেশে হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনভাবেই পটশিল্পের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যাচ্ছে বহু পটুয়াকেই। বিশেষ করে পটুয়া যুব সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তাদের পারিবারিক এই বৃত্তি থেকে। একটি শিল্প জীবিত থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাত ধরে। এক্ষেত্রে নব্য প্রজন্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। কেননা তাদের সৃষ্টিশীল মননই শিল্পের সজীবতার মূল রসদ। কিন্তু পট শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম তাদের পারিবারিক বৃত্তি থেকে প্রায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বললেই চলে। অবশ্য অন্যান্য শিল্পের মতো এই শিল্পের ক্ষয়প্রাপ্তির পিছনেও রয়েছে বিশেষ কিছু কারণ।

বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিটি মানুষ আধুনিকতায় ঘেরা। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রাথমিক চাহিদার পথকে অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে চলেছে ক্রমশ। আর তাই আধুনিক এই জীবনকে উপভোগ করতে মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যথার্থ অর্থের। অর্থের সংকুলান করতে মানুষ ঘরছাড়া হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ পারিবারিক সমৃদ্ধশালী বৃত্তির বাইরে বেরিয়ে সে খুঁজে নিচ্ছে অর্থ উপার্জনের নব নব পন্থা। পটুয়ারাও এর ব্যাতিক্রম নয়। তাই তাদের মধ্যেও এই পরিস্থিতি লক্ষনীয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার পটুয়ারা তাদের শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায়। এ বিষয়ে নানান প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানা গেছে যেহেতু এই বৃত্তিতে কোন স্থায়ী উপার্জন নেই এবং নেই জীবন যাপনের কোন স্থায়ী সমাধান, তাই তারা তাদের শিল্পচর্চা থেকে বিমুখ। আগে যদিও বা এখান থেকে উপার্জন হতো এখন তা প্রায় বন্ধ বললেই চলে। আসলে এই যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষ যন্ত্রের প্রতি এতটাই আকৃষ্ট যে তারা ক্রমশ যন্ত্রচালিত হয়ে পড়ছে। আর তাই পটুয়াদের কণ্ঠে গীত দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও লীলা বিষয়ক সহজ গানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। যন্ত্র সভ্যতার এই জটিলতায় মানুষ যেভাবে ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে উঠেছে তাতে তার কাছে সময় হয়ে উঠেছে মূল্যবান। আর তাই পটসঙ্গীত শ্রবণের ধৈর্য্য থেকে তার মন বিচ্যুত। তাছাড়া আধুনিকতার কবলে

পড়ে মানুষ তার জীবন প্রবাহে এমনটাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে পট সঙ্গীতের সহজ-সাবলীল সুর শোনার মানসিক অবস্থা থেকেও বিতাড়িত। তাই বৃত্তির নিরিখে পটুয়ারা আজ অবহেলিত। নিজেদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ খুঁজে নিতে পটুয়ারা তাই তাদের পারিবারিক বৃত্তি, পটশিল্প থেকে বিমুখ।

আগে পটুয়ারা তাদের পটের গান নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে গান গেয়ে অনেক সমাদর পেত কিন্তু এখন এই পটুয়াদের সমাদর তো নেই-ই বরং এ বৃত্তিকে এখন অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় মনে করে। এই বিষয়টা ব্যাপকভাবে পটুয়া সম্প্রদায়ের মনের গভীরে প্রভাব ফেলেছে এবং তাই তারা আস্তে আস্তে এই বৃত্তি থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিচ্ছে। তাছাড়া মানুষ যেহেতু আধুনিক থেকে ক্রমশ অতিআধুনিক হয়ে উঠেছে ফলে তাদের চাহিদা ও রুচির ক্রমশ পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছে। তাই মানুষ দেবদেবী লীলা বিষয়ক গান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আধুনিক বিষয় সম্পর্কিত পটের গানের প্রতি মনোনিবেশ করছে। এই আধুনিকতার প্রবেশ গান ও পটচিত্রের নিজস্বতাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। একটি শিল্প যখন তার নিভৃত সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তার সজীবতা যায় হারিয়ে। এই সজীবতার ক্রম মৃত্যুও পটশিল্পের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

প্রতিটি মানুষ চাই নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুখী দেখতে, তারা চায় তাদের সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। আর সেইজন্যই এই বৃত্তির মানুষেরা চায় না তাদের ছেলেমেয়েরা এখন আর এই বৃত্তিকে বংশপরম্পরায় বয়ে নিয়ে যাক। কারণ এই বৃত্তিতে উন্নত ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই তারা তাদের নব্য প্রজন্মকে অন্য পেশার সাথে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। এখন অনেক পটুয়া তাদের বংশানুক্রমিক এ বৃত্তিকে ছেড়ে অর্থযুক্ত নানান পেশায় যেমন যুক্ত হচ্ছে ঠিক তেমনভাবে শিক্ষিত হতে চাইছে আধুনিক শিক্ষায়। কারণ তারা যে অর্থসংকট, লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে তাদের সন্তানদের যাতে তার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্যই এই ভাবনা। যারা চাকুরী পেয়েছেন তারা ভালই আছেন কিন্তু তারা আর ছবি আঁকেন না। আর যারা পায়নি তাদেরকে পটের গান ও ছবি দেখিয়ে ভিক্ষুকের ন্যায় যেভাবে জীবনযাপন করতে হচ্ছে, তাতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে—'এভাবে আর চলবে না, উত্তর প্রজন্ম আর পট আঁকবে না'। ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার পট ও পটুয়া' বইতে একজন ৭৬ বয়সি পটুয়ার কথা বলেছেন। যিনি মধ্য দুপুরে রাণীগঞ্জ থেকে পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় পট দেখিয়ে ট্রেনে ফিরছিলেন। নাম দুকড়ি পটুয়া। তিনি জীর্ণ একটি পট এবং কাঁধে চাল-আলুর

একটি ঝোলা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ঐ পটুয়াই বলেছিলেন—"আর পারছি না, পথেই কবে মরে থাকব।" এই রকম পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে শুধু দুকড়ি পটুয়া নন, এনার মতো অনেক পটুয়াই এই বৃত্তি থেকে অবসর গ্রহণ করে অন্য পেশার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছেন। পটুয়াদের কাছ থেকেই জানা গেছে তাদের সবথেকে বেশি উন্নতি হয়েছে রঙের কাজ করে। তবে অন্য পেশায় ধাবিত হওয়ার জন্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পট আঁকা ও পটের গান গেয়ে পট দেখানোর বংশানুক্রমিক প্রথা।

পটুয়া গানগুলি সাধারণ শিক্ষামূলক বা সমাজ সচেতনতা মূলক গান। পটুয়ারা নিজেরাই এই সমাজের একজন শিক্ষক। কিন্তু সভ্যতার করাল গ্রাসে এই নীতিশিক্ষামূলক গানগুলি ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বাঙালী জনজাতির জীবন থেকে এবং পটুয়া সম্প্রদায়ের মানুষগুলি ক্রমে পরিণত হচ্ছে ভিক্ষুকে। এর থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভবত কোন পথ আর তাদের খোলা নেই। তবে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়া জেলার পটুয়ারা যে ঐতিহ্যবাহী পট শিল্পকে ধরে রাখতে পারেননি। সেই পট শিল্পকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মেদিনীপুরের পটশিল্পীরা। তারা এই লুপ্তপ্রায় পটকে শুধুমাত্র গানের মাধ্যমেই নয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত নানান জিনিসপত্র যেমন সরা, শাড়ি, চাদর, ওড়না, গৃহস্থলির নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইত্যাদিতে পটচিত্রকে নির্মাণ করে পটের ঐতিহ্যবাহী ধারাকে ধরে রাখার অবিরত চেষ্টা করে চলেছেন। তবে এরপরেও বলতে হয়, এই শিল্পের অবক্ষয়ের পিছনে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও আর্থসামাজিক টানাপোড়েনই দায়ী। এই শিল্পকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আমাদের উচিত পটশিল্প ও পটুয়াদের পাশে দাঁড়ানো এবং যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি লোকায়ত শিল্পের মৃত্যু আসলে জাতির ঐতিহ্যের মৃত্যুকেই চিহ্নিত করে। নিম্নে দুইজন পটুয়ার সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে উপরে উল্লিখিত বিষয়টি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-১
ব্যক্তির নাম-বিরিঞ্চি পটুয়া
বয়স-৬৫
লিঙ্গ-পুরুষ
ঠিকানা-কাঁতুরহাট, মুর্শিদাবাদ

গ্রামে অন্য কোনো জাতির বসবাস আছে কি না-হ্যাঁ আছে, ডোম ও বাউরি। পাড়ার মোড়ল আছে কি না-না কোনো মোড়ল নেই।

জীবিকা-পট আঁকা ও পটের গান গাওয়া, সাপ ধরা ও সাপ খেলানো।

কত বছর ধরে এই জীবিকার সাথে যুক্ত-প্রায় ২০-২৫ বছর।

কার কাছ থেকে পট শিখেছে-পাঁচথুপিবাসী পুলকেন্দু সিং এর থেকে।

পরিবারে আর কে কে পট আঁকেন-দাদা ও ভাই।

আশেপাশের কোন গ্রামে পট দেখাচ্ছেননেবং গান করছেন-কলপাড়া, জুবসারা ইত্যাদি গ্রাম।

অন্য কোনো গ্রামে পট আঁকা হচ্ছে কি না- না।

অল্প বয়সীরা পট আঁকায় আসছে কি না-না।

অন্য কোন জীবিকায় চলে যাচ্ছে—রঙের কাজ, পশুচিকিৎসা, সাপখেলা, সবজি বিক্রি।

কেনো অন্য জীবিকায় চলে যাচ্ছে—এই জীবিকায় তেমন উপর্জন না থাকায় অন্য জীবিকায় চলে যাচ্ছে।

পটের বাজার বিক্রি-পটের বাজার বিক্রি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-২

ব্যক্তির নাম-আপেল পটুয়া (বিরিঞ্চি পটুয়ার বড় ছেলে)।

বয়স-৪৫

লিঙ্গ-পুরুষ।

ঠিকানা- কাঁতুরহাট, মুর্শিদাবাদ

গ্রামে অন্য কোনো জাতির বসবাস আছে কি না- হ্যাঁ আছে, ডোম ও বাউরি।

পাড়ার মোড়ল আছে কি না- না কোনো মোড়ল নেই।

জীবিকা- পশু চিকিৎসা।

কত বছর ধরে এই জীবিকার সাথে যুক্ত-প্রায় ১০-১৫ বছর ধরে এই পেশার সাথে যুক্ত।

কার কাছ পট শিখেছে- তার বাবার কাছে। ইনি পট আঁকতে জানেন না শুধু পটের গান জানেন।

পরিবারে আর কে কে পট আঁকেন-বাবা, জেঠু ও কাকু।

আশেপাশের কোন গ্রামে পট দেখাচ্ছেন এবং গান করছেন-পট নিয়ে কোনোদিন কোন গ্রামে যাননি।

অন্য কোনো গ্রামে পট আঁকা হচ্ছে কি না-না।

অল্প বয়সীরা পট আঁকায় আসছে কি না-না

অন্য কোন জীবিকায় চলে যাচ্ছে—রঙের কাজ, পশু চিকিৎসা, সাপখেলা, সবজি বিক্রি।

কেনো অন্য জীবিকায় চলে যাচ্ছে—এই জীবিকায় ভবিষ্যত সুরক্ষিত নয় এবং উপর্জনও অনেক কম।

পটের বাজার বিক্রি-পটের বাজরা বিক্রি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য—বাংলার পট ও পটুয়া। বলাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭।

২। মাইতি, ড. চিত্তরঞ্জন— প্রসঙ্গ: পট ও পটুয়া সঙ্গীত। সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০১।